৯ অবতরণিকা
২০ কালী কালী বলে কালী
৩৬ কালীর উৎস সন্ধান
৫৪ বেলায়েত হোসেনের পরমার্থ সঙ্গীত
৭১ রমজান খাঁ-এর উমা
৮০ রেণু কবির ব্রহ্মময়ী
৮৮ হাছন রাজা কালী ভক্ত কালীপদ সার
৯৯ আলি রাজার আগম ভাষা
১১২ কালী বন্দনা
১১৬ কেউ বলে দুর্গা হরি
কেউ বলে বিসমিল্লা
১২৮ নজরুলের কালী
১৪৯ অম্বে কালীকা ভবানী
১৫৮ উপসংহার
১৫৯ সংযোজন
মুসলমান, তবু কেন কালীগান?

# স্বল্প কথা

বর্তমান বইটি *বাঙালি হিন্দুর রসুল-চর্চার* পরিপূরক বটেই, কিন্তু একক বই হিসাবেও কম গুরুত্বের নয়। এই একটি বই যা লেখক ও প্রকাশকের মতের কিঞ্চিৎ অমিল নিয়েই প্রকাশিত হল। সে মতদ্বৈধ নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে। লেখক নজরুল ইসলামকে মুসলমান কবি হিসাবে ধরে নিয়ে তাঁর কালীচর্চার পক্ষে লিখেছেন, আর আমাদের বক্তব্য ছিল যে মুসলমান আত্মপরিচয় কি নজরুল কখনও উদ্‌যাপন করেছেন? লেখকের যুক্তি, নজরুল ইসলাম রচিত অজস্র ইসলামি গান তাঁর 'মূলত মুসলমান' পরিচয়কেই চিহ্নিত করছে। কিন্তু নজরুল প্রচুর কালীগানও তো লিখেছেন, তা কি তাঁর হিন্দু পরিচয়ের প্রমাণ? যাই হোক, এ তর্ক বইয়ের ওজনকে কোনওভাবেই লঘু করছে না। আমরা আবারও স্পষ্ট করে বলতে চাই, পূর্বোক্ত বইটির মত এটিও ধর্মচর্চার নয়, বরং পরমতসহিষ্ণুতার উদযাপন।

নির্বাহী সম্পাদক, প্রতিক্ষণ
নভেম্বর, ২০২২

কালী কৃষ্ণ গাড্ খোদা, কোন নামে নাহি বাধা,
বাদীর বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টলো রে।
মন কালী কৃষ্ণ গাড্ খোদা বলো রে।

# অবতরণিকা

রামদুলাল নন্দী (১৭৮৫-১৮৫২) গেয়েছেন—

মগে বলে ফরাতারা,
গড বলে ফিরিঙ্গী যারা মা,
খোদা ব'লে ডাকে তোমায়
মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।

ভিন্ন ধর্মের বাঙালিই নয় শুধু, হিন্দুর জন্যও রামদুলালের বাণী—

শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,
সৌর বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজি।।
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি।
শ্রীরামদুলাল বলে, বাজি নয় এ জেনো ফলে,
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, মন আমার হয়েছে পাজি।।

রামদুলাল বুঝেছেন, এক ব্রহ্ম। এবং তাঁর ব্রহ্ম কে? তিনি আছেন গানের প্রথম লাইনে, জেনেছি জেনেছি তারা । রামদুলাল নন্দীর উপলব্ধি—

যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতে তুমি হও মা রাজী।

এই বিশ্বাসের জোরই আমাদের ভাষা। বাংলা ভাষার এই উচ্চারণই বাঙালির ধর্ম। এখানে ধর্মাচরণ আসলে বাংলাভাষার পাকপ্রণালী। অক্ষরের স্বাদগ্রহণ। ক্ষুধার রসময় নিবৃত্তি। বিধান টপকে, ধর্মের উপরের স্তরে পৌঁছে যাওয়ার এক আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা। এখানে যে আত্মতত্ত্বের প্রকাশ ঘটে, তাই-ই বাঙালির নিজ ধর্মের বৈশিষ্ট্য।

তাঁর উপরে নির্ভর ক'রে, কর স্তুতি বারম্বার।।৩।।
ক্রমে তবে পাবে পথ, পূর্ণ হবে মনোরথ,
হইবে সামর্থ্য তব, নিত্যধামে যাইবার।।৪।।
কালী শুনে কহে যথা, এ নহে নূতন কথা,
এ সকল না ছাড়িলে, কে পায় তাঁহারই বার।।৫।।

*রাগিণী সোহিনী – তাল আড়াঠেকা*

এই কবি কালী বা বেলায়েত হোসেন আসলে *কালীপ্রসন্ন* উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সে ভনিতাও আছে তাঁর গানে। *পরমার্থ সঙ্গীত রত্নাকর*-এর ভূমিকায় শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত এই উপাধির বিষয়ে লিখেছেন, "পরমার্থসঙ্গীতের কবিতাগুলি কলিকাতা শিয়ালদহনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিবর মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন মহোদয় বিরচিত। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বঙ্গভাষায় কবিতা প্রণয়ন করিতে অনভিজ্ঞ। মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন মহোদয়ই কেবল সর্ব্বসাধারণের নিকট সেই মহাশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সেইজন্য অস্মদীয় গুণীগ্রগণ্য মহা মহা পণ্ডিতগণ উক্ত মৌলবী মহোদয়কে ভুরি ভুরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই পরমার্থভাবপূর্ণ পদাবলিগুলি আমাদিগের পুরাকালীন সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট প্রসাদগুণে পূর্ণ বলিয়া, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মৌলবী মহোদয় 'কালীপ্রসন্ন' উপাধিতে বিখ্যাত হইয়াছেন। 'কালীপ্রসন্ন' অর্থাৎ মহাশক্তির প্রসাদে সুযোগ্য ভাবুক 'কবি' মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন মহোদয়কে পণ্ডিতেরা এইরূপ নামে সম্বোধন করিয়া থাকেন। ঐ উপাধিপ্রাপ্ত নামটী মৌলবী মহোদয়ের প্রত্যেক রচিত কবিতার শেষে বিবৃত আছে।"

ভূমিকায় স্পষ্ট করেই বলা আছে কে তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিলেন—

> [...] যে কয়টী সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ গুলি যদ্যপি মুসলমানবংশাবতংস শ্রীযুক্ত বেলায়েৎ হোসেন মৌলবী কর্ত্তৃক প্রণীত, তথাপি সব্বধর্ম্মসারভূত অভিপ্রায় ও উপদেশসমূহে পরিপূর্ণ, এবং মহাকবি কালিদাসবিরচিত শ্লোকসমূহের ন্যায় প্রসাদগুণপূর্ণ বলিয়া গ্রন্থকারের (মৌলবী মহাশয়ের) প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে "কালীপ্রসন্ন" উপাধি প্রদান করিলাম। এতাদৃশ সঙ্গীতাবলী পাঠ ও স্বরযোগে সঙ্গীত হইলে, সাধারণের মনে যুগপৎ ভক্তি ও প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরপ্রসাদে ইনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন। কিমধিকমিতি।— শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর।

**পরমাত্মার রচনা কৌশল**

ওহে প্রাণকান্ত তব, অন্ত কেহ নাহি জানে।
কল্পিত ঘোষণা লোকে, করে তব নানা স্থানে।।১।।

# অম্বে কালীকা ভবানী

হে মাতা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী
ভব ভয়হারিণী সুখদায়িনী।
সুখদা মোক্ষদা সারদা বরদা,
অম্বে কালীকা ভবানী।।

এই পদ যাঁর লেখা তিনি তাঁর পরিচয়ে যা যা লিখেছেন পড়ছি, "আমার জন্মস্থান ত্রিপুরা শিবপুর গ্রামে। আমার পিতামহের নাম মাদার হুসেন খাঁ। তিনির দুই পুত্র। বড় পুত্রের নাম সাধু খাঁ। ছুট পুত্রের নাম আনন্দ খাঁ। [...] মাদার হুসেনের ছেলে সাধু খাঁ আমার পিতা, তিনি ছিলেন খুব টুকুরদাদার পৃয় ছেলে, লিখাপড়া বিশেষ শিক্ষা করেন নাই। গান বাদ্য নিয়ে মেতে থাকতেন।"[১]

সাধু খাঁ-র এই পুত্রের নাম আলাউদ্দিন খাঁ। ডাকনাম আলম। তাঁর জন্ম সাল নিয়ে বিস্তর আলোচনা-গবেষণার পর, সাধারণ্যে যা চালু আছে তা হল ১৮৬২, এবং মৃত্যু ১৯৭২ সাল। এই ক্ষণজন্মা সংগীতপ্রতিভা জগৎবাসীর কাছে বাবা বলেই খ্যাত। মানুষটার জীবনটা জানতে পারলে তাঁর লেখা পদ বা বন্দিশের মাহাত্ম্য বোঝা যাবে। পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়া আলাউদ্দিন খাঁ কত অনায়াসে লিখেছেন—

রাম রহিম মহাদেব আলি গণেশ হাসেন।
কার্তিক হুসেন ফতিমা বিবি মাতা কালি।।
দাতা করণ দাতা ইব্রাহিম।
সবকী একহী মত ভাও নিরালী।।[২]

*রাগ –টোড়ী, তিন তাল, সময় – সকালবেলা,*